তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭

**রাষ্ট্রপতির তিনটি বিলে সম্মতি**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ একাদশ জাতীয় সংসদের একাদশ (২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১ম) অধিবেশনে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত তিনটি বিলে আজ (২৫-০১-২০২১) তাঁর সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

 বিলগুলো হলো : Intermediate and Secondary Education (Amendment) Bill, 2021; বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) বিল, ২০২১ এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) বিল, ২০২১।

 #

তারিক/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২২১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৮৬

**দেশের উন্নয়নে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সচেতন থাকতে হবে**

 **--ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, যে কোনো মতবিরোধ বা মতভিন্নতা আলাপ আলোচনা করে সমাধান করা যায়। আলোচনার মাধ্যমে যে সমাধান আসে সেখানেই সকলের কল্যাণ নিহিত থাকে।

 তিনি বলেন, একটি গোষ্ঠী ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানি দিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে চায়। এ বিষয়ে দেশে আলেম, ইমাম, খতীবসহ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সচেতন থাকতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মীয় বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি ওলামা মাশায়েখদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে করোনা মহামারির মধ্যে হাফেজিয়া মাদ্রাসা, নূরানী মাদ্রাসা এবং কওমী মাদ্রাসাসমূহ চালু রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, নিয়মিত পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, পবিত্র হাদিসের অধ্যয়ন করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে নিয়মিতভাবে দোয়া করলে আল্লাহতায়ালা করোনাভাইরাস থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করবেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহে টাউন হলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিভাগীয় শহরে “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্ম এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর অবদান’’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার চেতনার অধিকারী একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি কখনও ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। মানবতাবাদী নেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশকে সকল ধর্মের মানুষের জন্য শান্তির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ‘ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণে বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকের বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একটি কাঙিক্ষত বিষয়, যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার এদেশে যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলনীতি যুক্ত করে মূলত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর করে গিয়েছেন। তারই সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে যে দেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যত বেশি নিরাপদও ভালো অবস্থায় আছে সে দেশকে ততটা সভ্য ও উন্নত দেশ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

 ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হাসান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ, ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি ব্যারিস্টার মোঃ হারুন অর রশিদ বিপিএম, ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক, মোঃ মিজানুর রহমান, ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মোহাঃ আহমার উজ্জামান পিপিএম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পরিচালক ড. আব্দুস ছালাম প্রমুখ।

#

আনোয়ার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৮৫

**দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক তৈরিতে হবে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 দেশের সকল অদক্ষ শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডি'র নির্মিত অবকাঠামোসমূহের গুণগত মান ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমইটি, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এলজিইডির মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 আজ রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ জার্মান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনকালে মন্ত্রী একথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের আদলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে একটি ‘নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক রয়েছে যারা প্রশিক্ষিত হলে দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

 কারিগরি শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনেকেরই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য কারিগরি শিক্ষার আরো সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। দেশে তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে হলে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের বিকল্প নেই জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করলে আত্মকর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা উভয় অর্জন করা সম্ভব।

 মন্ত্রী আরো বলেন, দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার প্রয়োজন।

 এ সময় বাংলাদেশ-জার্মান ও বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দু’টির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কের স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে অবহিত করা হয় এবং মন্ত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন।

 পরিদর্শনকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মেসবাহ উদ্দিন, বিএমইটি মহাপরিচালক মোঃ সামছুল আলম, এলজিইডি’র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৪

**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সবসময় অনুসরণীয় হতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সব প্রতিষ্ঠানের কাছে সবসময় অনুসরণীয় হতে হবে। তিনি বলেন, দেশের সব মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অনুসরণ করে। এজন্য নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সবক্ষেত্রে অনুসরণীয় মন্ত্রণালয় হিসাবে তুলে ধরতে হবে।

 আজ ঢাকায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে শুদ্ধাচার চর্চা করতে সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/রোকসানা/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৮৩

**সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা**

 **---শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, এ বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হবে। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য তিন থেকে চার মাসে প্রস্তুতি নেয়া যাবে এমন একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে শিক্ষার্থীরা তিন-চারমাস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পাবে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ সদ্য স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল’-এর উন্মোচন এবং ১৫৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 অটো পাসের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, কোনোরকম স্বাস্থ্য বিধি না মেনে যেভাবে আন্দোলন চলছে এইক্ষেত্রে বরং করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে ।

 মন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল কিন্তু সে সময় সংক্রমণের হার বেশি থাকায় সরকার তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অটো পাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ২০২১ সালে যারা পরীক্ষার্থী তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। তাদের অটো পাস দেয়া সম্ভব নয়।

 দীপু মনি বলেন, নায়েম এ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রাম প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু তাঁর সবকিছুই করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য সোনার মানুষ তৈরি করতে হবে। দেশের শিক্ষক হচ্ছে সোনার মানুষ গড়ার কারিগর। দেশের সকল শিক্ষককে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করতে হবে।

 নায়েমের মহাপরিচালক প্রফেসর আহম্মেদ সাজ্জাদ রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক।

#

খায়ের/রোকসানা/তারিক/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২০২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৮২

 **‘সুরক্ষা’ সফট্‌ওয়্যার বিষয়ে গণমাধ্যমকে অবহিত করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক আজ ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা'র অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে সাংবাদিকদেরকে বিস্তারিত অবহিত করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ‘সুরক্ষা’ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি তৈরি করে।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউ ল আলম, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব
মোঃ আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমসহ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

 সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ টিকা পেতে আগ্রহী নাগরিকগণকে [www.surokkha.gov.bd](http://www.surokkha.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিবন্ধন করতে হবে।

 ‘নিবন্ধন’ বাটনে ক্লিক করে নাগরিক শ্রেণি নির্বাচনপূর্বক জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর এবং জন্ম তারিখ দিতে হবে। তারপর ‘যাচাই’ বাটনে ক্লিক করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে। পরিচয় যথাযথ হলে বাংলা ও ইংরেজিতে নাম ফর্মে দেখা যাবে। দীর্ঘমেয়াদি রোগ, কো-মরবিডিটি আছে কি না হ্যাঁ অথবা না করতে হবে।  নিবন্ধনকারী নাগরিকের পেশা এবং সরাসরি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত কি না তা নির্বাচন করতে হবে।

 যে মোবাইল নম্বরে ভ্যাকসিনের তথ্য ও ভেরিফিকেশন এসএমএস পেতে চান তা নিবন্ধনের সময় দিতে হবে। ফর্মে বর্তমান ঠিকানা ও টিকা কেন্দ্র নির্বাচন করতে হবে। সব শেষে মোবাইলে প্রাপ্ত  বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। নিবন্ধন সম্পন্ন হয়ে গেলে “টিকা কার্ড সংগ্রহ” বাটনে ক্লিক করে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে নির্ধারিত সময়ে এসএমএস এর মাধ্যমে টিকা গ্রহনের তারিখ ও কেন্দ্র জানানো হবে। প্রিন্টেড টিকা কার্ড ও জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি সাথে নিয়ে নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে কোভিড-১৯ এর টিকা নিতে হবে। এভাবে দু’টি ডোজ নিতে হবে। তারপর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ‘সুরক্ষা’ সফট্‌ওয়্যার থেকে ভ্যাকসিন প্রাপ্তির সনদ সংগ্রহ করা যাবে।

 ১৮ বছরের কম বয়সীরা টিকার জন্য নিবন্ধন করতে পারবে না।

 আগামী ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

#

শহিদুল/রোকসানা/তারিক/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

 **২৭ জানুয়ারি ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচনি কার্যক্রমে ব্যবহৃত**

 **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা বন্ধ ঘোষণা**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের দিন আগামী ২৭ জানুয়ারি বুধবার সাধারণ ছুটি ব্যতীত নির্বাচনি এলাকাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার বা নির্বাচনি কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

 এছাড়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী পৌরসভা, উপজেলা ও জেলাধীন অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

#

সাইফুল/রোকসানা/পাশা/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০

**বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে বিএনপি**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 ‘বিএনপি করোনা টিকার বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি আশা করছিল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার সঠিকভাবে করোনা মোকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু আমরা যেভাবে মোকাবিলা করেছি, তা আজ সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত। এরপর বিএনপি আশা করেছিল, সঠিক সময়ে টিকা আনা সম্ভবপর নয়। যখন সঠিক সময়ে টিকা চলে এলো, তখন তারা এই টিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।’

 ‘ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে আনা অক্সফোর্ড-এস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত এই টিকা পৃথিবীতে সবচেয়ে কার্যকর টিকাগুলোর অন্যতম এবং আমাদের জলবায়ুতে অত্যন্ত কার্যকর যা ভারতে কোটি কোটি মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং আগাম বুকিংয়ের মাধ্যমে নিয়ে এসে আমাদের দেশেও সরকার প্রয়োজনের নিরিখে অর্থাৎ ফ্রন্ট লাইন ফাইটারকে এই টিকা অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রথমে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে’ জানান ড. হাছান।

 মন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেব জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, এই টিকার ওপর নাকি তাদের আস্থা নাই। অথচ এই টিকার ওপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ পুরো পৃথিবীই আস্থা স্থাপন করেছে। ভারতের কোটি কোটি মানুষকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এই টিকা কিনে তাদের জনগণকে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তিনি আরো বালখিল্য প্রলাপের মতো বলেছেন যে, এই টিকা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হোক। মানুষ বুড়ো হলে অনেক সময় ‘ডিমেনসিয়া’ হয় তখন তারা আবোল তাবোল বলেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তার এ রোগ হলো কি না?’

 ‘আমি মির্জা ফখরুল সাহেবসহ বিএনপি নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাবো সরকারের সাফল্যে আপনাদের মুখ ম্লান হয়েছে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে নোংরা খেলায় নেমেছেন, এটি দেশ জাতি জনগণের সাথে প্রতারণা ; আপনারা দয়া করে সেই প্রতারণাটা করবেন না’ বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 এ সময় বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী’র বক্তব্য ‘বিএনপিকে নিধনের জন্যই আগে টিকা দিতে চেয়েছেন তথ্যমন্ত্রী’ এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘টিকা আসার খবরে বিএনপি বলেছিল, এই টিকা নিয়ে লুটপাট হবে। অর্থাৎ  শুধুমাত্র ক্ষমতাবানদেরকে টিকা দেয়া হবে। সে প্রেক্ষিতেই বলেছিলাম যদি বিএনপি আগে টিকা চায়, তাহলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো তাদেরকে আগে দেয়ার জন্য। এখন রিজভী সাহেবের কথায় মনে হচ্ছে, তারা হয়তো আদৌ টিকা নিতে চায় না। তাকে এবং তার মহাসচিবকে বলবো, জনগণকে বিভ্রান্ত করার নোংরা রাজনীতিটা বন্ধ করুন।’

-২-

 জনপ্রতিনিধিরা আগে টিকা পাবে কি না -এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমার অধিকার আগে নয়। যারা জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য কাজ করছে, তাদের অধিকারটা আগে। তবে পথ দেখানোর জন্য ভলান্টিয়ার করতে আমার আপত্তি নাই।’

**বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় তথ্যমন্ত্রী**

 এদিন বিকেলে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস কার্যালয়ে সংস্থাটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

 এ সময় বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মন্ত্রীকে বাসসের কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি তুলে ধরেন। মন্ত্রী বাসসের সকলকে আন্তরিকভাবে কর্মসম্পাদনের আহ্বান জানান।

#

আকরাম/রোকসানা/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ৮২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৬০২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৩২ হাজার ৪০১ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৪১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৩৭৮

**পশ্চিমবঙ্গের সেফ হোমস-এ আটক ৩৮ বাংলাদেশি দেশে ফিরলো**

কলকাতা, (২৫ জানুয়ারি) :

 পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সেফ হোমস এ আটক ৩৮ জন বাংলাদেশির পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলো ভারতের কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ
উপ-হাইকমিশন। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার পাশাপাশি শিশু-কিশোরও রয়েছে। কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের পরামর্শে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হোমস এ আটককৃতদের দেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। ভারতে আটককৃত এসব বাংলাদেশিকে পাঠাতে নাগরিকত্ব নিশ্চিত হওয়ার পর উপ-হাইকমিশন তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ পারমিট ইস্যু করেছে। আজ কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।

 আজ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ৩৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদেরকে নিজ নিজ পিতা-মাতা অথবা বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

#

রাজ্জাক/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৭৭

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার কুইজের স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন: সিলেটের মো. হাফিজুর রহমান রাসেল, সাতক্ষীরার জিএম সানাউল্লাহ, ফরিদপুরের শেখ মাহফুজ, রাজবাড়ির সাব্বির খান এবং ঝালকাঠির আলআমিন হাওলাদার।

 গতকালের কুইজে ৮২ হাজার ৩২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬

**রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণ স্মরণে ডাকটিকেট অবমুক্ত**

**ঢাকা, ১১** মাঘ **(২৫** জানুয়ারি**) :**

 বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শপথ গ্রহণের দিন ২৫ জানুয়ারি। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দিবসটি স্মরণে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড প্রকাশ করেছে।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ তাঁর দপ্তরে দশ টাকা মুল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকেট ও দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত এবং ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটাকার্ড প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করা হয়।

 স্মারক ডাকটিকেট ও উদ্বোধনী খাম পরবর্তীতে ঢাকা জিপিও এর ফিলাটেলিক ব্যুরো ও অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘরসহ দেশের সকল ডাকঘর থেকে বিক্রি করা হবে। উদ্বোধনী খামে ব্যবহারের জন্য চারটি জিপিওতে বিশেষ সিলমোহরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১৩৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫

**আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ১১** মাঘ **(২৫** জানুয়ারি**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২১’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সংস্থাটি আধুনিক ও সহজতর উপায়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এর সদস্যভুক্ত দেশেগুলোকে নেতৃত্ব, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানসহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বছর কোভিড-১৯ সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সংস্থাটির সদস্যভুক্ত ১৮৩টি দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে টেকসই সাপ্লাই চেইন এর ওপরে জোর দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ‘Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পায়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেন। ফলে দেশে রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত সৃষ্টি হয়। জাতির পিতার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই যু্দ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ রূপান্তরিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন দফা সরকার গঠন করে সমগ্র দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ‘কাস্টমস আইন, ১৯৬৯’ রহিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী, সহজ, সমন্বিত ও সুসংহত নতুন কাস্টমস আইন, ২০২০ চূড়ান্ত করেছি। চলমান বৈশ্বিক মহামারিতে বাংলাদেশ কাস্টমসের সদস্যগণ ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে রাজস্ব আদায়, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে সাপ্লাই চেইন নির্বিঘ্ন রাখতে সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। আমরা Customs Modernization Strategic Action Plan, ২০১৯-২০২২ গ্রহণ ও ব্যবসায়ীদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে ৩৮টি ভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সমন্বিত সেবা কার্যক্রম ‘National Single Window’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

 চলমান এই মুজিববর্ষ আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের পেশাগত দক্ষতা ও সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে আরো সফল হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

 আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২১’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাওন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪

**আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ ( ২৫ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জানুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২১’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিস্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রাসারণ, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈশ্বিক করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে নিম্নমুখী সেখানে অর্থনীতির গতিশীলতা বজায় রাখতে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কাস্টমস। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 রুপকল্প ২০২১ ও রুপকল্প ২০৪১ কে সামনে রেখে সরকার দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দেশে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণ খুবই জরুরি। বাংলাদেশ কাস্টমস এ লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বস্ত করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি সরলীকরণ, কন্টেইনার/কার্গো স্ক্যানিং, বাণিজ্য ও ট্যারিফ উদারীকরণসহ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ), ডাটা এনালাইসিস এবং আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোরাচালান এবং জাল জালিয়াতি প্রতিরোধসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বাররক্ষী হিসেবে বাংলাদেশ কাস্টমস নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে সক্ষম হবে।

 আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২১/১২১৫ ঘণ্টা